পরীক্ষা!

পরীক্ষার মারহালা কখনো থেমে রবে না। সংঘাতের অগ্নিশিখাও কোনো দিন নিষ্প্রভ হবে না। এই দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ চলতে থাকবে আপন গতিতে। পাপরাশি অথই জলধারায় সমুদ্রে ঢেউ খেলতে থাকবে। যারা সেখান থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করবে, তারা বিফল হবে। আর যারা বিরত থাকবে, তারা সফল হবে। তাদের জন্য রয়েছে বিজয়ের পূর্বাভাস। মনে রেখো, চলমান সময়গুলো খুবই বিপদসংকুল। যাতে দৃষ্টি বিভ্রাট হয়ে যায় এবং প্রাণ কণ্ঠনালীতে উঠে আসে। অধিকাংশ মানুষই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না।

কিন্তু পাপ ও পরীক্ষার ঘনকালো আঁধার মুমিনদের কোনো ক্ষতিই করতে পারে না। কেননা, সংখ্যাধিক্য নয়; বরং ইমান হচ্ছে শক্তি ও প্রস্তুতির প্রকৃত মাপকাঠি। ইতিহাস সাক্ষী! ৮-১০ জন মানুষ ৩০-৪০ জনের দলকে পরাভূত করেছে এবং ৩০-৪০ জন মানুষ কয়েকশ মানুষের দলকে পরাজিত করে ফিরে এসেছে। মাত্র কয়েকজন গেরিলা বিশাল বাহিনীকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে বিদায় করতে সক্ষম। তালুতের ক্ষুদ্র বাহিনী জালুতের বিশাল বাহিনীর কাছ থেকে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এটাই চির সত্য বাস্তবতা। কেবল বিশ্বাসীরাই এই বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম। যে হৃদয় ওহির আলোয় আলোকিত, সে হৃদয়ে সদা বসন্ত নামে, তা ইমানের নুরে চকচক করে। সন্দেহ-সংশয়ের তিমির সেখানে ঠাঁই পায় না; বরং তা ক্রমশ মর্যাদা-সম্মানের পথে এগুতে থাকে। এই কিতাবে রয়েছে কাঙ্ক্ষিত বিজয় ছিনিয়ে আনার উপযুক্ত প্রজন্ম তৈরির অনুপ্রেরণা।

সূচিপত্র

ভূমিকা ¦ ১৫

প্রথম সুসংবাদ-২৬

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ

'অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য।'

- আল্লাহর ওয়াদা ও মানুষের ওয়াদার মাঝে পার্থক্য ¦ ২৭
- উক্ত আয়াতের তিনটি পরিশিষ্ট ¦ ২৯
- কাফিরদের কখন শাস্তি দেওয়া হবে?! ¦ ৩০
- মুমিন বিচলিত হতে পারে না ¦ ৩২
- তবে দ্বন্দ্ব কেন?! ¦ ৩৫

দ্বিতীয় সুসংবাদ-৩৮

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

'বলুন, প্রত্যেকেই তার রীতি অনুযায়ী কাজ করে।'

- কিন্তু কী সেই নীতি? ¦ ৩৮

তৃতীয় সুসংবাদ-৪২

سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

'আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না।'

- সাহাবায়ে কিরামের ভয়! ¦ ৪৪
- (اِسْتِدْرَاج)-এর পাঁচটি দিক ¦ ৪৬
- (اِسْتِدْرَاج)-এর ধরন ¦ ৪৮
- একটি বার্তা ও একটি সতর্কতা ¦ ৪৯

চতুর্থ সুসংবাদ-৫০

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?'

▶ দুটি আয়াত ⁞ ৫৩

পঞ্চম সুসংবাদ-৫৫

وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

'আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত।'

▶ হিদায়াতের অর্থ ⁞ ৫৮
▶ ওরা পথভ্রষ্ট, কিন্তু হিদায়াতপ্রাপ্ত ভেবে বসে আছে! ⁞ ৬০
▶ ফিরআওনের জাদুকরদের হিদায়াতপ্রাপ্তি! ⁞ ৬২

ষষ্ঠ সুসংবাদ-৬৫

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً

'আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম।'

▶ (تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ)-এর ব্যাখ্যা ⁞ ৬৭
▶ তাঁর কালিমা পরিবর্তন করার কেউ নেই ⁞ ৬৯
▶ মুমিনের অস্ত্র ⁞ ৭২
▶ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী মহান প্রভু! ⁞ ৭৫

সপ্তম সুসংবাদ-৭৬

وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ

'তোমরা আল্লাহর কাছে এমন কিছু আশা করো, যা তারা আশা করে না।'

▶ দুনিয়ার প্রকৃতি ⁞ ৮০
▶ পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ধৈর্য ⁞ ৮২

অষ্টম সুসংবাদ-৮৪

> وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
>
> 'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবির জন্য শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদের।'

- কিন্তু কেন এই শত্রুতা?! ৮৫
- মানব শয়তান অত্যন্ত ভয়ানক! ৮৭

নবম সুসংবাদ-৯০

> مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ
>
> 'যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে।'

দশম সুসংবাদ-৯৫

> وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً
>
> 'আর তোমরা এমন ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো, যা বিশেষত শুধু তাদের ওপর পতিত হবে না, যারা তোমাদের মধ্যে জালিম।'

- পুণ্যবানদের অবস্থা! ৯৮
- জুলুমকে প্রতিহত না করাও জুলুম! ৯৯
- সংক্রমণশীল ব্যাধি ও জ্বলন্ত আগুন! ১০০

একাদশ সুসংবাদ-১০২

> وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ
>
> 'কিন্তু মানুষ তা বহন করল।'

- কী সেই আমানত? ১০৩

দ্বাদশ সুসংবাদ-১০৯

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

'তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে; ফলে তিনিও তাদের ভুলে গেছেন।'

ত্রয়োদশ সুসংবাদ-১১৭

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

'অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি।'

চতুর্দশ সুসংবাদ-১২২

إِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا

'আল্লাহ (তোমাদের সাওয়াব দেওয়ার ব্যাপারে) ক্লান্ত হন না; যতক্ষণ না তোমরা (আমল করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়ো।'

পঞ্চদশ সুসংবাদ-১২৭

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করব।'

- আল্লাহকে স্মরণ করার ব্যাখ্যা ¦ ১২৭
- আল্লাহ বান্দাকে যেভাবে স্মরণ করেন ¦ ১২৯
- লক্ষণীয় বিষয়...! ¦ ১৩২

ষষ্ঠদশ সুসংবাদ-১৩৪

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?!'

- ইহসানের বিনিময়ে উত্তমরূপে দেওয়া চাই ¦ ১৪২
- (إِحْسَان) কী?! ¦ ১৪৪

সপ্তদশ সুসংবাদ-১৫২

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ

'আল্লাহর মদদ দ্বারাই কিন্তু কাজ হয়ে থাকে।'

▶ (تَوْفِيق)-এর পরিচয়! ¦ ১৫২
▶ গায়ক বৃদ্ধের গল্প ¦ ১৫৮
▶ কেবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা (تَوْفِيق) পাওয়া যায়, নাকি এর পেছনে কিছু কারণও আছে?! ¦ ১৫৯
▶ (تَوْفِيق)-এর চাবিকাঠি ¦ ১৬০

অষ্টাদশ সুসংবাদ-১৭০

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

'আর আপনি (তাদের) বলুন, "তোমরা আমল করতে থাকো। অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন এবং তাঁর রাসুল ও মুমিনগণও।"'

▶ নিবেদিত হওয়ার মাধ্যম ¦ ১৭৫

ঊনবিংশ সুসংবাদ-১৭৬

وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى

'যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, সে বিফল মনোরথ হয়েছে।'

▶ ইহ-পরকালীন শাস্তি ¦ ১৭৯
▶ মিথ্যার বহনকারীও মিথ্যুক ¦ ১৮২
▶ গুজব রটনার নিষেধাজ্ঞা ¦ ১৮৪
▶ অপরাধের অংশীদার হয়ো না ¦ ১৮৫
▶ (أُمَّةُ الْإِسْنَاد) তথা বর্ণনা সূত্র-বিশিষ্ট উম্মাহ ¦ ১৮৬

বিংশ সুসংবাদ-১৮৯

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

'যাতে তিনি তোমাদের যা প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন।'

- সুখের সময় কেবল সিদ্দিকরাই ধৈর্যধারণ করতে পারে ⁞ ১৯১

একবিংশ সুসংবাদ-১৯৪

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا

'এর দ্বারা আল্লাহ অনেককে বিপথগামী করেন আবার অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।'

- অন্তরের ভিন্নতার কারণ! ⁞ ১৯৭
- সূক্ষ্ম পার্থক্য ⁞ ২০০

দ্বাবিংশ সুসংবাদ-২০২

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

'প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।'

- (الرَّهْنُ) বন্ধক ⁞ ২০২
- (الْحَبْسُ) বন্দিত্ব ⁞ ২০৬
- কঠিন গ্রেফতারি ⁞ ২০৭
- ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা ⁞ ২০৮

ত্রয়োবিংশ সুসংবাদ-২১০

كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو

'প্রত্যেক মানুষই প্রভাতে ওঠে।'

- ১. প্রত্যেকেই প্রভাতে চলে ⁞ ২১১
- ২. লাভ-ক্ষতি ⁞ ২১২
- ৩. যে নিজেকে আল্লাহর জন্য বিক্রি করল না, শয়তান তাকে কিনে নেয় ⁞ ২১৩
- ৪. ক্লান্তির আবরণে প্রশান্তি ⁞ ২১৪

চতুর্বিংশ সুসংবাদ-২১৭

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

'আর আমি রাসুলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যার দ্বারা আপনার হৃদয়কে দৃঢ় করছি।'

- আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা কামনা করো! ¦ ২২০
- ঘটনাগুলো আল্লাহর একটি সৈনিক?! ¦ ২২১
- কুরআনের ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি! ¦ ২২৪
- ওয়ারিসদের অংশ! ¦ ২২৫
- জালিম ব্যক্তি এসব অধ্যয়ন করে না! ¦ ২২৭

পঞ্চবিংশ সুসংবাদ-২২৮

وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

'যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।'

ষড়্‌বিংশ সুসংবাদ-২৩৭

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'

- মানুষের ইচ্ছার ওপর আল্লাহ বিজয়ী ¦ ২৩৯

সপ্তবিংশ সুসংবাদ-২৪৪

أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

'তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদের উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে।'

- বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সভ্যতার পতন! ¦ ২৪৬
- বিলাসিতাকারীদের পূর্বপুরুষদের পরিণতি! ¦ ২৫১

অষ্টাবিংশ সুসংবাদ-২৫৩

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

'আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন।'

- আল্লাহ কি তোমাকে নির্বাচন করেছেন?! ¦ ২৫৪
- আপত্তিকারীদের আপত্তি! ¦ ২৫৫
- সাহাবিদের নির্বাচন ¦ ২৫৭
- মুমিনদের নির্বাচন ¦ ২৫৮
- নির্বাচনের রহস্য! ¦ ২৬০

ঊনত্রিংশ সুসংবাদ-২৬৩

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

'হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।'

- আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার...! ¦ ২৬৫
- তারা বুঝতে পেরেছে, কিন্তু আমরা নষ্ট করেছি! ¦ ২৬৭

ত্রিংশ সুসংবাদ-২৭০

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'

- চক্রান্তের বেড়াজাল! ¦ ২৭১
- প্রথমে নিজেকে পরিশুদ্ধ করো...! ¦ ২৭৩
- জাতি বা দলগত গুনাহ ¦ ২৭৪
- সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ¦ ২৭৫
- আত-তায়িফাতুল মানসুরার গুণাবলি! ¦ ২৭৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অন্তরের মন্দ ভাব ও খারাপ কর্ম থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে তিনি হিদায়াত দেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার মতো আর কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াত দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

'হে মানব-সমাজ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, অতঃপর সেই দুজন থেকে বিস্তার করেছেন বহু নর-নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট (অধিকার) চেয়ে থাকো এবং সতর্ক থাকো আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[২]

১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০২।
২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে মহাসাফল্য অর্জন করল।'[৩]

আমরা সবাই যার যার লালিত চিন্তা ও বোধের বেড়াজালে বন্দী, আমাদের বিশ্বাস ও কর্ম দুটোই আবর্তিত হয় একে ঘিরেই। কিন্তু কখনো আমাদের চিন্তা-ভাবনায় ভুল হয়ে যায়। ফলে আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হই। মানুষের বিচার ও মূল্যবোধে যে ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটে, আল্লাহর নাজিলকৃত ওহি ব্যতীত এই ভ্রান্তি থেকে বাঁচার কোনো উপায় পৃথিবীতে নেই। কেবল ওহিই পারে ধরার বুকে সৃষ্টির অস্তিত্বের স্বরূপ ও বাস্তবতা উদঘাটন করতে। কেবল সুষম, সুখময় ও সুশৃঙ্খল পার্থিব জীবন বিধান প্রাপ্তির জন্য নয়, এপারের সীমানা ছাড়িয়ে ওপারের মুক্তির সিংহদ্বার উন্মোচনেও ওহির বিকল্প নেই। ওহি মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অনন্তের পথ, পাথেয় ও সঠিক গন্তব্য।

মিথ্যার পঙ্কিলতা থেকে বহু ঊর্ধ্বে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পবিত্র সত্তা। তিনি কেবল সত্যই বলেন। কুরআন ও সুন্নাহর অতুল মর্যাদা ও অসীম মাহাত্ম্যের মূল কারণ হলো, এ দুটি ওহি। আর ওহির উৎস হলো আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সর্বব্যাপী পরম বিশুদ্ধ জ্ঞান, ভ্রান্তির বহু ঊর্ধ্বে যার অবস্থান। তাই জীবনের প্রতিটি সংকটে আল্লাহর ওহিই আমাদের শেষ আশ্রয়—আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণই আমাদের চূড়ান্ত অবলম্বন।

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জাগতিক বিধান অলঙ্ঘনীয়। সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে এই বিধানে কোনো হেরফের হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর বিধান বদলে দেওয়ার কিংবা তাঁর আদেশে কোনো ধরনের সংস্কার সাধন করার সক্ষমতা কারও নেই। বিশ্বজগতের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা নিবিড় সৌন্দর্য ও স্থিতিশীলতা এবং নিখুঁত বিন্যাস ও ভারসাম্যের মূল

৩. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৭০-৭১।

রহস্য হলো, আল্লাহ তাআলার এই অমোঘ বিধান। আল্লাহ তাআলা এক ও অদ্বিতীয়; মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়; সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। কুরআনের ভাষায় :

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾

'যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত, তবে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত।'[৪]

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের শরয়ি বিধান বড়ই সূক্ষ্ম—বড়ই নিখুঁত তার বিন্যাস, যাতে অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্যের ছিটেফোঁটাও নেই। কোথাও কোনো পক্ষপাত নেই, বাড়াবাড়ি নেই, ছাড়াছাড়িও নেই। কারও মনস্কামনা তাঁর বিধানে পরিবর্তন আনতে পারে না; কেবল আমলই এতে প্রভাব ফেলতে পারে। সূক্ষ্মতা ও বিন্যাসের বিচারে এটি হুবহু জাগতিক বিধানের মতোই। স্থান ও কালের আবর্তনে এতে কোনোরূপ প্রভাব পড়ে না। কুরআনের ভাষায় :

﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾

'আপনি কখনো আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।'[৫]

অন্যত্র এসেছে :

﴿ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾

'আপনি আমার বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না।'[৬]

আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জাগতিক বিধান যদি এমন অমোঘ ও অলঙ্ঘনীয় না হতো, তবে মানুষ কখনোই জগৎকে বশে আনতে পারত না এবং সৃষ্টির উপকরণগুলোকে কাজে লাগাতে পারত না; এমনকি বিশ্বজগতের ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতাও বজায় থাকত না। জগৎজুড়ে বিরাজ করত অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। এখান থেকে আল্লাহ তাআলার অসীম হিকমত ও প্রজ্ঞার বিষয়টি আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

---

৪. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ২২।
৫. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৬২।
৬. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৭৭।

আমরা যখন কোনো নিয়ম ও বিধান নিয়ে কথা বলি, তখন কাকতালীয়ভাবে সংঘটিত বিষয়গুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাই। কারণ ঘটনাচক্রে ঘটা বিষয়গুলো দ্বারা কোনো নিয়ম সাব্যস্ত হয় না এবং এগুলোকে আল্লাহর চিরাচরিত জাগতিক নিয়ম ও বিধান হিসেবে গণ্য করারও সুযোগ নেই। তাই এসব ঘটনাচক্রকে একধরনের ব্যতিক্রম হিসেবে ধরে নিতে হয়। জীবনের পথচলায় মানুষ কখনো কতিপয় অনিবার্য ব্যতিক্রমের মধ্য দিয়ে যায় এবং এসব ব্যতিক্রমের পরিণতিও ভোগ করে। যেমন : প্রাচুর্য ও দারিদ্র্য, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সম্মান ও লাঞ্ছনা, উন্নতি ও অবনতি, সবলতা ও দুর্বলতা, উত্থান ও পতন ইত্যাদি। এই কারণেই পথহারা অসহায় মুসাফির আশা করে হঠাৎ ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে; আকস্মিকভাবে অদৃশ্যালোকের কোনো আলোকরেখা তাকে পথ দেখাবে।

মানবজীবন ও মানবসমাজ পরিচালনায় আল্লাহ তাআলার সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও বিধান রয়েছে। এসব নিয়ম ও বিধান নিয়ে বিচার-গবেষণা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাতে আমরা জীবন ও সমাজের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারি এবং সাফল্য ও কল্যাণের পথে চলতে পারি। তাই বস্তুজগতে আল্লাহর নিয়ম ও শৃঙ্খলা নিয়ে গবেষণা করার চেয়ে সমাজজীবনে আল্লাহর নিয়ম ও বিধান নিয়ে গবেষণা করা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে চলমান সময়গুলোতে এর গুরুত্ব চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা-গবেষণা হচ্ছে না।

কুরআনুল কারিম অতীতের জাতিসমূহের বিভিন্ন ঘটনা তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশ করেছে এবং সেই ঘটনার শিক্ষাগুলোও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। কুরআনের এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আমরাও ইতিহাসের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে এগুলোর শিক্ষাগুলো বের করতে পারি। পূর্বের জাতিসমূহের দীর্ঘ ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ তাআলার যেসব নিয়ম ও বিধানের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল, বর্তমানে আমাদেরকেও একই নিয়ম ও বিধানের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাহ্যিক কিছু পার্থক্য বাদ দিলে মানবসমাজের গতিপ্রকৃতির মূল স্রোত সব সময় একই থাকে। তাই কুরআন অতীতের জাতিসমূহের যে দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে পেশ করেছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক থাকবে। তাই তো কুরআনুল কারিম পূর্ববর্তী

জাতিসমূহের ইতিহাসকে সামনে রেখে মানবসমাজের উত্থান-পতনে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের চিরন্তন নিয়ম ও বিধানগুলোর সারমর্ম বারবার উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছে।

মানবসমাজের উত্থান-পতন এলোপাতাড়ি বা বিশৃঙ্খলভাবে হয় না; বরং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত নিয়ম ও বিধান অনুসারেই হয়। এই আসমানি বিধানই ঠিক করে দেয় সমাজের উন্নতি-অবনতির গতিপ্রকৃতি। কুরআন বিভিন্ন ধরনের সমাজ ও সভ্যতার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে পেশ করেছে। কোনো সমাজ ছিল প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধিতে ভরপর। আবার কোনো সমাজ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হওয়া প্রতিটি সমাজেরই ছিল এই একই চিত্র।

কুরআনুল কারিম বারবার পূর্বের সমাজ ও সভ্যতাসমূহের অবস্থা ও পরিণতি তুলে ধরে আমাদেরকে একটি সুন্দর সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় সমাজ গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে দুটি পদ্ধতিতে নিজের মারিফাতের দিকে আহ্বান করেন :

১. সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা।

২. কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা।

প্রথমটি আল্লাহর দৃষ্টিগ্রাহ্য নিদর্শন আর দ্বিতীয়টি বুদ্ধি ও যুক্তিগ্রাহ্য নিদর্শন।

প্রথমটির উদাহরণ হলো :

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾

'নিশ্চয়ই আসমানমণ্ডলী ও জমিনের সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য।'[৭]

৭. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৯০।

এমন উদাহরণ কুরআনে অনেক রয়েছে।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো :

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

'তারা কি কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে আসত, তবে তারা এতে অনেক অসংগতি দেখতে পেত।'[৮]

একটু পর্যালোচনা করে দেখুন না, মানবসমাজের উত্থান কেন হয়, পতন কীভাবে হয়—এই আলোচনা ছড়িয়ে আছে কুরআনের পরতে পরতে। কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে আপনি বারবার সমাজের উত্থান-পতনে আল্লাহর এসব সুন্নাহর কথা পুনরাবৃত্তি করেন। এভাবে কুরআন আপনাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় আপনার করণীয় ও বর্জনীয়। তাই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ বারবার কুরআন খতম করার নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে কুরআনের আলো আপনার অন্তর থেকে হারিয়ে না যায়। হাদিসে এসেছে :

«اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ، اقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً ، اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ ، اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ»

'প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করো। বিশ দিনে একবার কুরআন খতম করো। দশ দিনে একবার কুরআন খতম করো। সাত দিনে একবার কুরআন খতম করো; এর চেয়ে কম সময়ে করো না।'[৯]

কুরআন কেবল এসব নিয়ম ও বিধানের কথা তিলাওয়াত করার কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং পৃথিবীতে সফর করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের নির্দেশও দিয়েছে :

৮. সুরা নিসা, ৪ : ৮২।
৯. সহিহুল জামি : ১১৫৮।

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾

'তোমাদের পূর্বে বহু বিধান-ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!'[১০]

সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকেই মানবসমাজের উত্থান-পতন আল্লাহ রব্বুল আলামিনের এই সুন্নাহ ও নিজাম অনুসরণ করেই হয়েছে। তাই অতীত ইতিহাসের আলোকে ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ

'এই উম্মতের মন্দ লোকেরা পূর্ববর্তী জাতি ইহুদি-নাসারাদের রীতিনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করবে।'[১১]

আল্লাহ তাআলার সুন্নাহর বাস্তবায়ন

যতক্ষণ না আল্লাহর এসব সুন্নাহকে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করা হয়, সেগুলো বইয়ে লেখা নিছক কিছু ফিকরি নীতিমালা বৈ কিছু নয়। যে ব্যক্তি চলার পথে আল্লাহর এসব সুন্নাহকে সামনে রাখে আর যে ব্যক্তি ওহির আলো ছাড়া অন্ধকারে পথ চলে, তাদের মাঝে আসমান-জমিন ফারাক। প্রথম ব্যক্তি তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হতাশা ও বিপর্যয়ের কবলে পড়ে মাঝপথেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

যেসব সংস্কারক আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সুন্নাহর বিষয়ে জ্ঞান রাখেন, তারা আল্লাহর নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী পৃথিবী ও পার্থিব জীবনকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার শক্তি অর্জন করেন। এই শক্তির মাধ্যমেই আমরা আমাদের বিদ্যমান বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারি। সৃষ্টিজগৎ পরিচালনায় আল্লাহর সুন্নাহ

১০. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৭।

১১. মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৩৫

এবং বান্দার প্রচেষ্টার মাঝে যে সম্পর্ক রয়েছে, তার ব্যাপারে অজ্ঞতার ফলেই মূলত আমরা অধঃপতনের শিকার হই।

তাই তো ইমাম হাসান আল-বান্না ﷺ সংস্কারক ও দায়িদের নাসিহা করতে গিয়ে বলেছেন :

'জাগতিক নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ো না। কেননা, আল্লাহর শাশ্বত এই নিয়মের অন্যথা কখনোই হবে না। বরং এই নিয়মগুলোকে কাজে লাগাও, তোমার মতো করে ব্যবহার করো; এক নিয়মের সাহায্যে অন্য নিয়মকে নিয়ন্ত্রণ করো এবং বিজয়ের মুহূর্তটির অপেক্ষায় থাকো। সেই মুহূর্তটি বেশি দূরে নয়।'[১২]

আল্লাহর সুন্নাহসমূহের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে সফল সংস্কারকগণ সমাজের গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেন এবং সমাজের বিদ্যমান পরিস্থিতি কী পরিণাম বয়ে আনবে, তা নিখুঁতভাবে আন্দাজ করতে পারেন। আল্লাহর সুন্নাহবিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই তারা সমাজসংস্কারের মতো কঠিন কাজ সফলভাবে আঞ্জাম দেন।

এখানে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা দরকার।

ইতিহাস কি কেবল হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কিছু দৃশ্য কিংবা অতীতের জাতিসমূহের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বর্ণনা ও পর্যবেক্ষণ?

এমন কোনো নিয়ম বা সূত্র কি আছে, যার মাধ্যমে অতীতের এসব ঘটনার পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় কিংবা ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে সংঘটনের প্রক্রিয়ায় কোনো প্যাটার্ন আবিষ্কার করা যায় অথবা ঘটনাগুলোর ভূমিকার সঙ্গে উপসংহারের যোগসূত্র বের করা যায়?

কুরআনুল কারিম অতীত ইতিহাসকে পর্যালোচনা করার এবং ইতিহাসের ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা অর্জন করার নিখুঁত ও কার্যকর পদ্ধতি আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে। এমনকি ইসলাম তাফাক্কুর ও চিন্তাভাবনাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলে গণ্য করেছে।

---

১২. মাজমুআতুর রাসাইল, রিসালাতুল মুতামারিল খামিস : ১১৫

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আমরা যদি আল্লাহ তাআলার সুন্নাহগুলোকে সামনে রেখে আগাতে পারি এবং সেগুলোকে কাজে লাগাতে পারি, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আগামী দশ বছরের মধ্যে উম্মাহর মাঝে একটি বড় জাগরণ ও অগ্রগতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হব। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলার এসব সুন্নাহর উপলব্ধি উম্মাহর মন-মানসে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নেতিবাচক প্রবণতাকেও ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে। যেমন :

- হতাশা ও পরাজিত মানসিকতা : বিদ্যমান সংকটসংকুল পরিস্থিতি মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে অন্তহীন হতাশা ও পরাজিত মানসিকতা। ফলে তারা সময়ের চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করার পরিবর্তে দুর্যোগ ও ফিতনার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

- ইমাম মাহদির আবির্ভাবের প্রত্যাশা : ইমাম মাহদির আবির্ভাবের প্রত্যাশা আমাদের মাঝে দিনদিন বাড়ছে। ইমাম মাহদিকে ঘিরে অনেকের চিন্তাভাবনা এ রকম : 'ইমাম মাহদি এখনো আত্মপ্রকাশ করেননি। কিন্তু তিনি খুব দ্রুত আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তিনি স্বয়ং এসে ইসরাইল ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হবেন। তার হাত ধরেই উম্মাহ বিপর্যয় থেকে উঠে আসবে। খুব দ্রুত আমরা মাসজিদুল আকসায় তার ইমামতিতে সালাত আদায় করব।' (ইমাম মাহদির আগমন ও তাঁর সময় উম্মাহর বিপর্যয় থেকে মুক্তি লাভ এটা তো অবশ্যই ঠিক আছে; কিন্তু তাঁর আগমনের আগে দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কোনো প্রচেষ্টা না করে তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকা এই ভুল চিন্তা থেকেই তারা নিজেরা কোনো ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার গরজ বোধ করে না—যেন তাদের নিজেদের কোনো দায়িত্বই নেই। সব কাজ ইমাম মাহদিই করবেন।)

- দাজ্জালের আবির্ভাবের অপেক্ষা : অনেকেই মনে করে বসে আছেন, ইসরাইলের পতন কেবল দাজ্জালের আবির্ভাবের পরেই হবে। দাজ্জাল এসে পৃথিবীতে ফিতনার চূড়ান্ত করবে। তারপর দাজ্জালের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ইহুদিরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবে। দাজ্জাল আসার আগে মুসলিমদের বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

- দিবাস্বপ্ন : আবার এমনও অনেকে আছেন, যারা স্বপ্নলোকে বাস করেন। তারা বাইতুল মাকদিসে মুসলিম বাহিনী প্রবেশের সবচেয়ে নিকটবর্তী সময়টি নির্ণয়ে ব্যস্ত। তারা এটি ভেবে দেখার ফুরসতও পাচ্ছেন না যে, কীভাবে এই ঘটনা ঘটবে এবং কারা ঘটাবে। তবে তারা এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের কল্পনার চেয়েও দ্রুততর সময়ে অতি সহজেই এই বিজয় অর্জিত হবে! একদল স্বাপ্নিক তো কখনো সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণা করে, কখনো কুরআনের আয়াতের ইঙ্গিত নির্ণয় করে, কখনো তাওরাত কি তালমুদের ফিতনাসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী গবেষণা করে ইসরাইলের পতনের দিনক্ষণও ঠিক করে ফেলার চেষ্টা করছেন!

  আমাদের দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো কল্যাণকর স্বপ্ন দেখা, কোনো শুভ ফাল গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে উত্তম কাজ। তা ছাড়া এই ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে, আগামী দিনগুলো নিশ্চয় ইসলামের। তবে কেবল ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখা এবং বেকার বসে থেকে হাই তোলা আমাদের মানহাজ ও কর্মপদ্ধতি নয়। নিঃসন্দেহে আমরা গাইবে বিশ্বাসী এক উম্মাহ। কিন্তু আমরা আল্লাহর নির্দেশে সমৃদ্ধ আগামী বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাই। কারণ আমরা এখন ইহজীবনের পরীক্ষার হলে আছি। তাই সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে জাবর কাটার এই প্রবণতা খুবই মারাত্মক।

  তাই এই কিতাবে আল্লাহর সুন্নাহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

- অনিবার্য সুন্নাহ, যেখানে মানুষের আমলের কোনো দখল নেই।
- শর্তনির্ভর সুন্নাহ, যেটি মানুষের আমল ও নিয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কুরআনুল কারিম আল্লাহ তাআলার যেসব শাশ্বত সুন্নাহর কথা বলেছে, সেগুলোর অনুসরণ মুসলিম উম্মাহর পুনরুত্থানের জন্য অপরিহার্য। এসব সুন্নাহর মাধ্যমে উম্মাহ সব ধরনের মতানৈক্য, দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে উঠতে পারে। কারণ এসব সুন্নাহ আমাদেরকে দ্বিধা ও সংশয়ের চোরাবালি থেকে বের করে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে, যেখানে মতানৈক্যের কোনো অবকাশ থাকে না।

যারা এই বইটি অধ্যয়ন করবেন, তাদেরকে আমি আহ্বান করব আপনারা কুরআন তিলাওয়াতের সময় আল্লাহ তাআলার সুন্নাহগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন, যাতে আপনারা সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারেন। কুরআনে বর্ণিত ঘটনা ও দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে ফিকির করবেন। অতীতের সংস্কারকগণ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কীভাবে সেগুলো তারা কাটিয়ে উঠেছেন এই বিষয়েও চিন্তা করবেন।

যে ব্যক্তি গোটা পরিস্থিতিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে পারে না এবং আল্লাহর সুন্নাহগুলো বুঝতে পারে না, সে একটি খণ্ডিত সময় ও পরিস্থিতির মাঝে আটকে থাকে। ছোট ছোট ঘটনাগুলো তাকে ব্যস্ত করে রাখে। এই টুকরো ঘটনাগুলোর ওপর ভিত্তি করে সে সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তার সিদ্ধান্ত সঠিক হয় না। এভাবে একসময় সে হতাশ ও নির্জীব হয়ে পড়ে। বিপর্যয়ের প্রথম আঘাতেই কিংবা কয়েকটি আঘাত সয়েই সে মুখ থুবড়ে পড়ে।

আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন এই বইটির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেন এবং তাদের অন্তরে আমলের উদ্দীপনা তৈরি করেন। উম্মাহর সংস্কারকগণের হৃদয় থেকে দুঃখ ও হতাশা দূর করে দেন। মানজিলে মাকসুদে পদার্পণ করার পূর্বে যেন তারা হাল না ছাড়েন। সর্বোপরি তারা যেন আপন রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হন এবং জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।